হরিণাকুণ্ডুতে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত ফ্রি আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা স্বাক্ষর করতে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার হাজী আরশাদ আলী কলেজের কৃষিশিক্ষার প্রভাষক ফারজানা সিমু ও ভুগোল বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক সামছুল আলমের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগি এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায় ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে প্রতি বিষয়ে ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

ধার্যকৃত টাকা না দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকিসহ ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর না করে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একছাত্র জানায়, ভূগোল পরীক্ষার খাতা বাবদ প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ২৪০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। টাকা না দিলে তাদের খাতায় স্বাক্ষর করা হয়না এবং তাদের ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

ভূগোলের সহকারী অধ্যাপক সামসুল আলমের কাছে এ টাকা আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি। আগে থেকেই এমন হয়ে আসছে, আমরাও ছাত্র জীবনে এর থেকে অনেক বেশি দিয়ে এসেছি বলে তিনি দাবী করেন।

কলেজের একাধিক ছাত্র জানায়, কৃষিশিক্ষা বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ সংশ্লিষ্ট প্রিভাষক ফারজানা সিমু ২০০ টাকা করে নিয়েছেন।

কলেজের ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে ২০০ টাকা করে ৫০হাজার টাকা উঠেছে। যেটাকে অনেকে সিজেনাল ইনকাম বলেও মনে করছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক ফারজানা সিমুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিতে টাকা তুলেছেন বলে জানান। এছাড়াও এক্সটার্নাল, ইন্টার্নাল ও পরীক্ষার কেন্দ্রে এই টাকা খরচ করেন বলেও জানান তিনি। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে ফোন দেওয়ার পর পরই

তিনি বিভিন্ন লোক মাধ্যমে নিউজ না করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন।

উল্লেখ যে, ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফি বাবদ বোর্ড নির্ধারিত খরচ পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার সময় নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানান উপজেলার সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী।

হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম মোত্তালেব হোসেন বলেন, ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর করে টাকা নিচ্ছে এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। তবে তিনি বলেন, আমি জন প্রতি ৪০ টাকা করে নিতে বলেছি যেটা কেন্দ্র পরিচালনায় বাড়তি খরচ হয়।এর বাইরে যে টাকা নিচ্ছে সেটা আমার অজানা। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয় তবে আমি এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহা করবেন এমনটাই পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের দাবি।

দামুড়হুদায় পশু চিকিৎসক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপচিকিৎসার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ অফিসার নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপচিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী আব্দুল কুদ্দুস (৪০) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের আনসার আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দুসের ৮ মাসের গর্ভবতী একটি গাভী গরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। গাভী গরুটির চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলার উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ অফিসার পশু চিকিৎসক নজরুল ইসলাম কে বললে তিনি গাভী গরুটির চিকিৎসা দেন। গাভী গরুটির শির টানা রোগ হওয়াই তিনি আমার গরুর শির কেটে দেয় এবং বলে ভালো হয়ে যাবে। তখন আমি বলি শির কেটে দিলে কিভাবে ভালো হবে। গাভী গরুটি তো মারা যাবে।

তখন তিনি বলেন গরুর কোন কিছু হইলে তার দায়ভার আমার। তারপর তিনি উক্ত গরুর চিকিৎসা বাবদ আমার নিকট হইতে ৩ হাজার টাকা নিয়ে চলে যায় এবং বলে যাই, আমি প্রতিদিন এসে গরুটির চিকিৎসা দিয়ে যাব। কিন্তু তারপর হতে তিনি আর কখনোই আমার বাড়িতে আমার গাভিটির চিকিৎসা দিতে আসেনি। আমার গরুর অবস্থা খারাপ হলে তার নিকট ফোন করলে সে বিভিন্ন রকম তালবাহানা ও কালখেপন করে। পরবর্তীতে উক্ত ডাঃ নজরুল ইসলামের অপ চিকিৎসা ও দায়িত্ব অবহেলার কারণে আমার গাভিটি মারা যায়।

অতঃপর তাহার সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে কত কিছুই তো মারা যায়, ঠিক আছে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করব। কিন্তু সে আর কোন সময় যোগাযোগ করেনি। গাভী গরুটি মারা যাওয়ার কারণে আমার আনুমানিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে। যার কারণে আমি দামুড়হুদা মডেল থানায় ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

ভুক্তভোগী আব্দুল কুদ্দুস বলেন, বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন তুলে একটা গাভী গরু কিনে তা লালন পালন করে আসছি। হঠাৎ গরুটি অসুস্থ হয়ে যাই। আমার গরুর শির টান হয়েছিল। ডাঃ নজরুল ইসলাম গত রবিবারের দিন আমার গরুর চিকিৎসা দিয়ে শির কেটে দেয়। শির কাটার আগে ২টা ইনজেকশন দেয়। আর কোন ওষুধ দেয়নি। চিকিৎসার ফি বাবদ তিনি ৩০০০ টাকা নিয়ে চলে যাই। ঐদিন রাত থেকেই গরুর অবস্থা খারাপ হয়ে যাই। রাতে ডাক্তারকে বারবার ফোন দিলেও তিনি ফোন ধরেন না। অনেক রাতে একবার ফোন ধরে, গরুর গায়ে অনেক জ্বর থাকার কারণে সে বলে মানুষের পাঁচটি নাপা ট্যাবলেট খাইয়ে দেন। আমি সকালে এসে আবার চিকিৎসা দিয়ে যাব। কিন্তু সে আর কখনোই আমার বাড়ি চিকিৎসা দিতে আসিনি। গত বুধবারে দিন গরুটি মারা যায়। সেদিন থেকেই অনেকবার ফোন দিলেও তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি। অনেক অপেক্ষা করার পরেও তিনি আর আমার সাথে যোগাযোগ করেন নি। একবার ফোন ধরে বলে করোনায় কত মানুষ মারা গিয়েছে, সবাই তো সারা জীবন বেচে থাকে না। ঠিক আছে আমি এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো, কিন্তু সে আর কোন যোগাযোগ করেন নি। তাই আমি গতকাল শনিবার বিকালে প্রতিকার চেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

এবিষয়ে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ অফিসার নজরুল ইসলাম বলেন, গরুটার শির টানা ছিল, আমি অপারেশন করে দিয়েছিলাম। অপারেশন এর আগে আমি আমার স্যারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম এবং সে মোতাবেক চিকিৎসা দিয়েছি। ২৫০০ টাকা ঔষধ পত্র খরচ বাবদ নিয়েছিলাম। মনে হয় গরুটার ফুড পয়জোনিং হয়েছিল। সেই

কারণেই হয়তো মারা গিয়েছে।

উপজেলা প্রাণি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গাভী গরুটির চিকিৎসা দেওয়ার পরে চিকিৎসক নজরুল ইসলাম বিষয়টি আমাকে জানাই ওই অবস্থায় আমি কুষ্টিয়াতে ট্রেনিং এ ছিলাম। পরবর্তীতে গরুটি মারা গিয়েছে এ বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। চিকিৎসা বাবদ কোন টাকা পয়সা নেওয়া যাবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, টাকা পয়সা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীত প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজাল, লাশ উদ্ধার

মেয়ের শাশুড়িকে (বিয়াইন) গাছ খাওয়ানোর অভিযোগ দিয়ে ননদ জেলেহার খাতুন ও সতীন রাজিয়া খাতুন তিনদিন আগে থেকেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে আরছোনা খাতুনকে।
বৃহস্পতিবার বিকালে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করে তারা। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে মরদেহ নিয়ে নানাভাবে নাটকও সাজিয়েছে স্বামীর পরিবার। বাড়ি থেকে আরছোনা মারা গেলেও তাকে নিয়ে স্থানীয় ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে যাওয়া। পুলিশকে না জানিয়েই তড়িঘড়ি করে মাটি দেওয়ার পায়তারা। অবশেষে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এসব অভিযোগ করেন নিহতের বড় ভাই আব্দুর রশিদ।
তিনি জানান, প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে আমার বোন আরছোনা খাতুনের সাথে করমদী গ্রামের হাসান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর আগে আমার বোনের ওই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। পরোকিয়া করে আরছোনাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন হাসান। আরছোনার মেয়েকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দেন । মেয়ের শাশুড়ি নাজেরা খাতুন অসুস্থ

হয়ে পড়েছেন। এই অসুস্থ হওয়াকে আমার বোন আরছোনাকে দায়ী করে সতীন ও ননদ। এ নিয়ে আমার বোনের উপর বেশ কয়েকদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছেন তারা।
নিহত আরছোনার বোন রেকসোনা বলেন, মরার আগে আমার বোন তিন দিন খাইনি। আমার দুলাভাই ২ মাস আগে সৌদী থেকে বাড়ি এসেছে। আগামিকাল তার বিদেশ ফিরে যাওয়ার কথা।
রেকসোনা অভিযোগ করেন আমার বোনের মুখে বিষের কোনো গন্ধ নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের দাগ আছে। আমার বোনকে নির্যাতন করেই হত্যা করেছে তারা।
আরছোনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনসার আলীর মেয়ে। তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বর আব্দুল হামিদ বলেন, তাদের পারিবারিক ঝামেলা আছেই। তবে, তার মুখে বিষের কোনো আলামত মেলেনি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে আত্মীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও আত্মীয়করণ করার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগে বাণিজ্যকরণ ও আত্মীয়করণ

বন্ধের দাবীতে সুবিদপুর গ্রামের একরামুল হক নামের এক ব্যক্তি মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

একরামুল হক তার লিখিত অভিযোগে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আপন চাচাত ভাই। তারা দুজন পরস্পর যোগসাজসে বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, একজন ল্যাব সহকারী, একজন নিরাপত্তা সহকারী ও একজন পরিচ্ছন কর্মী নিয়োগ নিয়ে শুরু করেছেন নিয়োগ বাণিজ্য। এসব নিয়োগে প্রধান শিক্ষক তার স্ত্রী ও সভাপতির নিকট আত্মীয়সহ প্রতিবেশীদের নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা নিজস্ব প্রার্থী ও তাদের সাজানো প্রতিযোগীদের ঠিক করে রেখেছেন বলে জানা গেছে।

এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী জেসমিন নাহার ডলিকে। এছাড়া ল্যাব এ্যসিসটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আরিফুল হকের ভাইস্তি সবুজ আহম্মেদকে। পিন্টু নামের অপর একজনকে তার পরীক্ষার একজন প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন। পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে ওই গ্রামের মশাইয়ের স্ত্রীকে পরীক্ষার প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন শাজাহানের স্ত্রী বাসেনা খাতুনকে।

লিখিত অভিযোগে একরামুল হক আরো বলেন, ৪টি পদে লোক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া করলেও নোটিশ বোর্ড বা বাইরে কোনো যায়গায় নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র দেননি প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতি। কোন পত্রিকাতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এব্যাপারেও কোনো কিছু জানেনা স্থানীয়রা। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠণ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। তারা একে অপরে চাচাত ভাই হওয়ার কারণে, দুর্নীতি ও লুটপাট সহজেই করে পার পেয়ে যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক ও ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভাপতির।

সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে বিদ্যালয়ে মিটিং করে ৪ টি পদের জন্য একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকেই আবেদন করেছেন। আমি সেই আবেদনপত্রগুলি প্রধান শিক্ষককে এন্ট্রি করে রাখতে বলেছি। বিধিমোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আত্মীয়করণ বলতে

তিনি বলেন, যোগ্য কোনো লোক থাকলে সে তো আবেদন করতেই পারে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করেছেন। সরকারি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা টিকবে তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হবে।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনোয়ার হোসেন বলেন, আমি যতদুর জানি সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযোগের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা বেগমপুরের আব্বাস মেম্বরের বিরুদ্ধে কৌশলে সাদাস্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে কৌশলে একজনের নিকট থেকে সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেবার অভিযোগ উঠেছে।

সে স্ট্যাম্প দিয়ে নিজের খেয়াল খুশিমত লেখা লেখি করে ভুক্তোভোগি দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলীর নিকট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন আদালতে। হয়রানিমূলোক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবি তুলে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সন্মেলন করেছেন রেমিটেন্স যোদ্ধা ইউনুচ আলী।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের চিলমারি পাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলী সাংবাদিক সন্মেলনে লিখিত

বক্তব্য পাঠকালে বলেন, দুবাই থেকে ৪ বছর আগে ছুটিতে বাড়িতে আসলে একই পাড়ার মৃত আবু ব্যাপারীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর শ্যালক দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ার মৃত নূরবক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছুটে শেষকরে আমি দুবাইতে চলে যায়।

আমি প্রবাসে যাবার পর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নানাভাবে আমার সাথে বন্ধুত্বের অধিকারের দাবি নিয়ে বিদেশ নিয়ে যাবার কথা বলে। সেই কথার সাথে একত্বতা প্রকাশ করেন আব্বাস আলী। তিনিও আমাকে তার শ্যালককে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি দুবাইতে থাকা অবস্থায় সরল মনে তার এই আবদারটি রক্ষার্থে বাংলাদেশ-ঢাকাস্থ মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সির নাম ও ঠিকানা প্রদান করি। এরপর বিগত ২০/০২/২০২০ ইং তারিখে বৈধ ভিসায় ঐ এজেন্সীর মাধ্যমে সকল প্রকার নিয়ম কানুন মেনে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল সৌদি আরবে আসে এবং একটি ভালো কোম্পানীতে ভিসায় উল্লেখিত কাজে যোগদান করে। এরপর কয়েক মাস পর সে লোভে পড়ে ঐ কোম্পানী ছেড়ে নিজ ইচ্ছায় আমাকে কিছু না জানিয়ে অন্য একটি কোম্পানীতে কাজে যোগদান করে।

বর্তমানে সে সৌদি আরবের ওই কোম্পানীতেই কর্মরত আছে। পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্বের সুবাদে তার দুলাভাই আব্বাস আলী ও বোন দু’জনে মিলে আমার নিকট থেকে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের মেয়ের বিবাহের জন্য ৭০ হাজার টাকা ধার হিসেবে গ্রহণ করে। আমি দুবাই থাকা অবস্থায় টাকা ধার দেওয়াটাই আমার অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। চঞ্চলের বিদেশে যাবার সকল দ্বায়ভার বা বিষয়গুলো সুচতুর, চালাক ও প্রতারক আব্বাস আলী আমার উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। সৌদি আরবে পৌছে চঞ্চল লোভে পড়ে ভিসা চুক্তির বাহিরে অবস্থান নেয়।

আমি দুবাইয়ে থাকা অবস্থায় ভিসা অনুযায়ি চলার অনুরোধ করলেও সে আমার কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত করে না। বরং আমার বিরুদ্ধে নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কিছুদিন আগে ছুটি পেয়ে আমি নিজ বাড়িতে আসি। বাড়িতে এসে আমার কাছ থেকে ধার নেয়া সেই ৭০ হাজার টাকা আব্বাস আলীর নিকট থেকে ফেরত চাই। ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে নানাভাবে হুমকি, ধামকি প্রদান সহ আমার খুন জখমের ভয়ভীতি দেখায়। এতে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। মানুষের উপকার করলে যে এমন পরিণতি হয় তাহা আমি এখান থেকে শিখতে পারলাম।

এসকল বিষয় নিয়ে চালাক আব্বাস আলী কৌশলে নিজ শ্বাশুড়িকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দর্শনা থানায় দায়ের করেন। আমি স্বাক্ষিসহ থানায় হাজির হয়। সেখানে আব্বাস আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল যে ভিসায় সৌদি আরবে গিয়েছে সে ভিসা নাকি অবৈধ। আমি সালিস বৈঠকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি এবং ভিসার বৈধ কাগজপত্র হাজির করার জন্য সময় চেয়ে নিই।

গত ৫/৬ দিন আগে মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সি অফিস থেকে চঞ্চলের সৌদিতে যাওয়ার বৈধ সকল কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলে জানতে পারি আব্বাস আলী মেম্বর আমার স্বাক্ষর জাল করে ৩টি সাদা স্ট্যাম্পে তার ইচ্ছামত লেখালেখি করে আমার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি মিথ্যা, হয়রানি মামলা দায়ের করেছেন। যে মামলায় সকল স্বাক্ষীই আব্বাস মেম্বার পক্ষের লোকজনের এবং তিনিই ১নং স্বাক্ষী। এখানে গ্রামের মুরুব্বী ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বা সঠিক ঘটনা জানা লোকজনের কোন স্বাক্ষী হিসেবে নেওয়া হয় নাই। অত্র মামলায় বর্তমানে আমি আদালতে থেকে জামিনে মুক্তি আছি।

আমি আপনাদের মাধ্যমে মিথ্যাবাদি, প্রতারক আলোচিত আব্বাস আলী মেম্বারের মুখোশ উন্মোচনের জোর দাবি জানাচ্ছি। যাতে করে আমার মত আর কাউকে মিথ্যা মামলায় দায়ের করে ফাঁসানো বা হয়রানি শিকার করতে না পারে। সেই সাথে ঘৃণীত কাজকে ধিক্কারসহ আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের তিন নেতাকে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের তিন নেতাকে কুপিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত ও মদদ দাতাদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবীতে এবার মানববন্ধন করেছে সরকারী ভেটেরিনারী কলেজে শিক্ষার্থী ও নিহতদের স্বজনরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ পোস্ট অফিস মোড়ে এই মানববন্ধন

কর্মসুচি পালিত হয়।

মানববন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিহত ভিপি সাইদুজ্জামান মুরাদের পিতা বদিউজ্জামান বাদশা, মা শেফালী বেগম, স্ত্রী সুমি খাতুন, মুরাদের ভাই মুক্তার বিশাস, সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস সজিবুল হাসান, সাধারণ শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম, রবিউল আওয়াল ও নুর ইসলাম প্রমুখ।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বরের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

গ্রাম পুলিশ সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধীর বাড়িতে বল প্রয়োগ করে বিরোধপূর্ণ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ুর বিরুদ্ধে।

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় শনিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভবের পাড়া গ্রামের মাইকেল মল্লিকের ছেলে শিলন মল্লিক এই অভিযোগ করেন।

এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর রফিক উদ্দীন, বাবুল মল্লিক, সোহরাব হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলন মল্লিক বলেন, বাজারপাড়া এলাকায় একই স্থানে আমার ও আমার ভাইয়ের নামে ৩ শতক জমি রয়েছে। পাশেই চাচাত ভাই ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু–র ৩ শতক জমি আছে। ঝড়ু– মেম্বরের সাথে আমাদের পাশের একটি জমি অ্যাওয়াজ করা আছে।

শনিবার সকালের দিকে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য মেম্বরদের সাথে নিয়ে জোর করে জমি দখলে নিয়ে বেড়া দেয়। এসময় ঝড়ু– মল্লিক তার স্ত্রীর বিউটি ও তাদের আমাদের লোকজনকে মারপিট করেন।

ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও স্থানীয় বাগোয়ান

ইউনিয়নের মেম্বর সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু– বলেন, ওই জমি আমার চাচা কাইতান মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি। ওদের এবং আমার জমি পাশাপাশি। আমি আমার জমির বেড়া তুলে সেখানে ঘীরে নিয়েছি। ওদের জমি তো আমি দখল করিনি। আমি বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তবে আগামীকাল সোমবার দুপক্ষেরই জমির দলিল ও কাগজপত্র দেখে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

কোটচাঁদপুরে সহকারী শিক্ষা

কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সহকারী

শিক্ষকের অভিযোগ

কোটচাঁদপুরের আব্দুর রাজ্জাক খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক,সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসে। অভিযোগ পেয়েছি,তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে জানালেন শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল।

কোটচাঁদপুর উপজেলার আব্দুর রাজ্জাক খান বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী সহকারি শিক্ষক রেশমা খাতুন বলেন,গেল ১৫ সেপ্টেম্বর সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। প্রশ্ন তোলেন ছেলের প্রসাব করা ও ওই বিদ্যালয়ের সহাকারী শিক্ষক নন্দিতা রানীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার। তিনি ওই সব ঘটনা নিয়ে প্রধান শিক্ষক সহ আমার উপর রাগান্বিত হয়। এরমধ্যে আমি কথা বলায়,তিনি আমার চরিত্র নিয়ে কথা তোলেন। করেন কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য। ওই ঘটনা নিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,২০১৮ সাল থেকে নন্দিতা রানী এ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে আছেন। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহার স্ত্রী।

এ বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে তিনি তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে

বিদ্যালয়ে আসেন। এতে করে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। এ সব নিয়ে কথা বললে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।

এ ব্যাপারে গেল ২০-০৩-২২ তারিখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়। এর আগেও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর বেশ কয়েকটি অভিযোগও করেছেন বিদ্যালয়ের অভিভাবক,প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা। তবে তাতে কোন লাভ হয়নি। এতে করে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এ সব অভিযোগ প্রসঙ্গে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহা বলেন,ওই সব ঘটনা যে, সময় ঘটেছে। আমি তখন অন্য ক্লাস্টারে ছিলাম। আমি কিছু জানিনা। ওই সময় যে অফিসার ছিলেন,তাঁর কাছে বিষয়টি শুনবেন।

তিনি প্রতিবেদকের কাছে রেশমা খাতুনের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ করে বলেন,রেশমা খাতুন পাঠ দানের সময় মোবাইল ব্যবহার করেন। সেটা ওনি করতে পারেন কিনা। এছাড়া তিনি ক্লাস রুমে চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে ফেসবুক চালান।

উদ্ধোতন কর্মকর্তা যাবার পর কোন সম্মান না দেখিয়ে, বরং ওনার সঙ্গে খারাপ আচারন করেন। তিনি ক্লাস না নিয়ে ক্লাসের বড় বাচ্চাদের দিয়ে ক্লাস করান। কর্মস্থলে থেকে কাজ করার কথা থাকলেও তিনি ঝিনাইদহ থেকে প্রতিদিন দেরি করে বিদ্যালয়ে আসেন। যার প্রমানপত্র আমাদের কাছে সব আছে। আর ওনি যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক না। ওনার অনিয়ম ঢাকতে, তিনি এ সব বলছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল জানান, এ সংক্রান্ত একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে এর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন,ওই শিক্ষক উপরের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁর অনুলিপি দিয়েছেন আমাকে। ঘটনাটি ওনারা দেখবেন।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর শহরের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহার পরিবার।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহাকে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দেয়াসহ মেহেরপুর পৌরসভার রাস্তা তার বাড়ির গেট ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে।

সূরাহা পেতে মেহেরপুর পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়রসহ নানা যায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা জানান, আমার পরিবারে আমার ছেলেসহ মাত্র ৪ জন লোক। চাকুরির সুবাদে ছেলে স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ স্বামী।

আমার প্রতিবেশি শহরের ওষধ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সামিউন বাশিরা পলি এবং তার লোকেরা আমার পরিবারের উপরে চরম অত্যাচার ও মানষিক নির্যাতন করেন।

এব্যাপারে আনারুল ইসলাম মিয়া বলেন, এই পথটি আমার নিজের কেনা জমির উপরে। আমার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ায় তার অনুরোধে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে অচিরেই পাকাকরণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সালেহা নিজের বাড়ির সামনের সরকারি যায়গা অটো গ্যারেজ করে ভাড়ায় দিয়ে আমার নিজের জমির পথ নেওয়ার জন্য ফ্যাসাদ করছেন।

আনারুল ইসলাম মিয়ার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য সামিউন বাসিরা পলি বলেন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে পথ থাকলেও সে আমার জমির পথ দিয়ে হাটার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমাসহ নানা ফ্যাসাদ করে

আসছেন। সে ডিসি, এসপি, ওসি, এ্যাসিল্যান্ড এমন কেও নেই যাদেরকে এখানে আনেনি।কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ওই পথে আরো যায়গা থাকতে মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করেছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমি অল্পদিনেই রাস্তা ছেড়ে দেবো।

কুড়ালগাছির চণ্ডিপুরে অবৈধভাবে সার বিক্রির অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর বাজারে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোনো প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই এসব রাসায়নিক সার বিক্রি করলেও অজানা কারণে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে রাসায়নিক সার বিক্রির বৈধ কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন দীর্ঘ দিন যাবত সার বিক্রি করে আসছেন। লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রিসহ তার বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত মূল্যর চাইতে বেশী মূল্যে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে । এছাড়াও তিনি কোন কৃষককে সার বিক্রির মেমোও দিতে চান না। আর যদি কোন কৃষককে মেমো দিলেও সারের পরিমান ও দাম উল্লেখ করেন না।

এ বিষয়ে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সার বিক্রির আমার কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। শুধু আমারই না অনেকেই বৈধ লাইসেন্স নেই। তবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখবো।’

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, লাইসেন্স ছাড়া কেউ সার বিক্রি করতে পারে না। যদি কেউ লাইসেন্স

ছাড়া সার বিক্রি করে থাকেন তা আইন বহির্ভূত। অবৈধভাবে সার বিক্রির বিষয়টি আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। তবে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না